অদ্রিজ - মমতা চৌধুরী

অনন্তের পথে
চলে গেছে সে, অসীম ব্রহ্মাণ্ডে;
এক যুগ ধরে;
সময়ের রথে।

পিছু ফেলে রেখে
আদরের ধন; কত আপনজন;
দূরে বহু দূরে,
ধরার ধূলিতে॥

একদিন তারও
কত স্বপ্ন ছিল, সংসার নিবিরতা;
বুক ভরা আশা
কত ভালবাসা।

সেই স্বপ্নের
সোপান পেড়িয়ে, রাতুল পদদলে;
এল এক হুরী
সত্যরূপ ধরি॥

গেল ঘর ভরে
শিউলি সুরভিতে, আলোতে আলোতে;
কৃষ্ণপক্ষে-
মাঘের রাতে॥

তুলে ধরে দু'টি
ডাগর মায়া আখিঁ, আদর আবদার;
ভরে তার বুক
'বাবা' ডাকের সুখ॥

বুকের সকল
অপত্য স্নেহ, দিবা নিশি যেন;
ঢেলে গড়ে এক
পুত্তুলী হেন॥

জ্বেলে তার বুকে
জ্ঞান অন্বেষণ, আলোর ভুবন;
সোনার প্রতিমা যেন,
তার কাঙ্খিত প্রাণ পেলো॥

প্রাণ পেয়ে হায়,
দুলালী চলে যায়, খেলা ঘর ফেলে;
বহু দূর দেশে,
নিজ ঘর রচে॥

বয়ে যায় বেলা,
স্মৃতি নিয়ে খেলা, এবেলা ওবেলা;
ঝরে আখিঁধারা,
সন্তানের মঙ্গল আশীর্বাদে॥

দিনে দিনে ফুরায়,
পৃথিবীর দিন, বাজে ওপারের বীণ;
আখিঁদীপ তার,
হয়ে আসে ক্ষীণ॥

পিতৃপ্রাণ তার,
বুঝিবা শেষবার, আখিঁর আলোয়;
ভরে নিতে হৃদয়েতে,
তনয়ার ছবি, অনন্তের পথে॥

কত আশা লয়ে,
মেয়ে ছুটে আসে, মরু সাগর পেরিয়ে;
লয়ে দীপ শিখা
তার পরিচয় প্রতিষ্ঠা॥

ভাবে এর চেয়ে বড়
সশ্রদ্ধ অর্ঘ, বীণাপানির দান;
কিবা হতে পারে
জীবন গুরুর তরে।

জীবনের পথে,
মনীষা আলোকে, দৃষ্টির উদারতা;
চলার শিক্ষা
তারই নিগূঢ় দীক্ষা॥

স্মিত হাসি মুখে,
বাবা অপেক্ষা করে, প্রাণহীন দেহে;
তার পিঙ্গল চোখে,
অসীম আশীষ ঝরে॥

বোবা কান্না লয়ে,
কন্যা ফিরে চলে, সময় বলয়ে;
পৃথিবীর পথে পথে,
আদি পরিচয়ে॥

বুকে তার জ্বলে
শিখা অনির্বাণ, বিপদে সম্পদে;
পিতার প্রেরনা
হয়ে দিশারী গান॥

আবারো দেখা হবে,
নিশ্চয় ই তাদের, এই অবণীর ওপাড়ে;
ছায়া পথের মেঘমালায়
তারাদের মিছিলে॥

যেমনি সে আত্মজারে,
স্নেহের আশ্রয়ে, দিনমান ভরে;
রেখেছিল আগলে,
সকল ঝড় ঝঞ্জা হতে;

হে দয়াময়,
রেখো যতন ভরে, অণুক্ষনের তরে;
মোর পিতৃ পুরুষেরে,
তেমনি শান্তিময় অলোকে॥

আমার সবচেয়ে বড় আশ্রয় ও শক্তি, আমার বাবাকে, যিনি আজ একযুগ আগে ছোট্ট এই ভুবন ছেড়ে ফিরে গেছেন তারার দেশে।

৬ই এপ্রিল, ২০১০